দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিছিয়ে কেন?

কামরুল হাসান শাকিম

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েবমেট্রিক্স গত জুলাই মাসে বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটি র‍্যাংকিং-এর সংস্করণ প্রকাশ করে। প্রকাশিত সংস্করণে দেখা যায়, বাংলাদেশের ১৫০টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)। দেশের মধ্যে প্রথম হলেও বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ এই বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান ২০৬১তম। এ থেকে স্পষ্ট যে, বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ ২০০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব, শিল্পের প্রযুক্তি স্থানান্তর, অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, সাম্প্রদায়িক সন্নিবেশ অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভূমিকা এমনকি রাজনৈতিক প্রভাবও বিবেচনা করে প্রতি বছর এই র‍্যাংকিং তৈরি করে।

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বিশ্ব র‍্যাংকিং-এ পিছনে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে গবেষণার হার কম থাকা। গবেষণা মূলত তিন ধরনের হয়ে থাকে—ইনস্টিটিউটভিত্তিক, বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক এবং বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিভিত্তিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে মূলত শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা জড়িত থাকেন। কিন্তু দিন দিন দেখা যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণার হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে পর্যাপ্ত অর্থের অপ্রতুলতা, অনুকূল পরিবেশের অভাব, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি। তাছাড়া কিছু কিছু শিক্ষকের গবেষণা বিমুখতা, শিক্ষকতার চেয়ে রাজনৈতিক গ্রুপিং-এ সময় দেয় বেশি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেটে ৬৬৪ কোটি ৩৭ লাখের মধ্যে মাত্র ১৪ কোটি টাকা গবেষণা খাতে ব্যয়ের জন্য রাখা হয়েছে যা মূল বাজেটের মাত্র দুই শতাংশ। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আরো কম—মূল বাজেটের মাত্র ০.৩২ শতাংশ।

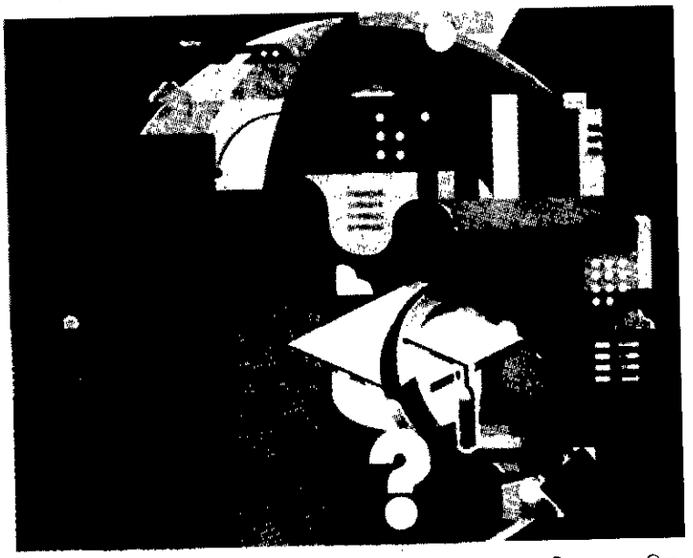

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবারের অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ০.৯৭ শতাংশ। অথচ র‍্যাংকিং-এ সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা খাতে হাজার হাজার ডলার খরচ করা হয়। যে সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যত বেশি গবেষণা কার্যে অর্থ ব্যয় করা হয় সে সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তত বশি গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত থাকায় সেগুলো বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। তাছাড়া একটা দেশ বিশ্ব রাজনীতিতে তখনই ক্ষমতাধর হয়ে উঠে যখন সে দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত, সামরিক, অর্থনৈতিক সফলতা বৃদ্ধি পায়।

এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গবেষণায় আগ্রহান্বিত কিছু কিছু শিক্ষক তাঁদের গবেষণা কাজে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত অর্থাভাবে সফলতার মুখ দেখতে পাচ্ছেন না। আবার অনেকেই আছেন যারা উন্নত দেশ থেকে গবেষণা করে এসে অর্থের অভাবে তা আর এগিয়ে নিতে পারেন না। দেশের প্রাইভেট কোম্পানিগুলো মূল্যহীন কাজকর্মে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে কিন্তু একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর রিসার্চ প্রজেক্টে বিনিয়োগ করার মত কোনো স্পন্সরশিপ পাওয়া যায় না। ফলে অনেক প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেকেই পর্যাপ্ত সুবিধা না পেয়ে বৃত্তি নিয়ে স্থায়ীভাবে অন্য দেশে চলে যায়।

গত সপ্তাহে দেখলাম আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাংকিং-এ সেরা ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় ভারতের নাম না থাকায় এটিকে কলঙ্ক হিসেবে মন্তব্য করেছেন। তিনি আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সেরা ১০টি সরকারি ও আরো ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের সমকক্ষ বানানোর জন্য ১০ হাজার কোটি ব্যয় করা হবে বলে ঘোষণা দেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি ভালো উদ্যোগ এবং এর ফলে তারা গবেষণা ও প্রযুক্তি খাতে আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত আমাদের দেশেও গবেষণার জন্য শিক্ষাবৃত্তি চালু রয়েছে। কিন্তু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। তাছাড়া শিক্ষকদের গবেষণা কাজের জন্য আলাদা বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। বাংলাদেশ সরকারের এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করা উচিত। পর্যাপ্ত অর্থ থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী হবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে নতুন নতুন গবেষণা বেরিয়ে আসবে এবং দেশ উন্নতির দিকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যাবে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়